০৭-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের মেজাজ খুব মিষ্টি করো, ভুল করেও কাউকে দুঃখ দিও না, খারাপ কথা বলা, ক্রোধ করা, বকাঝকা ••• এসবই দুঃখ দেওয়া"

প্রশ্ন : - মায়া বাচ্চাদের পরীক্ষা কোন্ রূপে নিয়ে থাকে ? ঐ পরীক্ষায় দৃঢ় থাকার বিধি কি ?

উত্তর :- মুখ্য পরীক্ষা আসে কাম আর ক্রোধ রূপে, এই দুই বিকার সহজে পিছন ছাড়ে না । ক্রোধের ভূত প্রতি মূহূর্তে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে থাকে, দেখে তুমি কারো উপর ভোঁ -ভোঁ করছ না তো! অনেক রকম তুফান এসে দীপককে নেভানোর চেষ্টা করবে । এই পরীক্ষায় দৃঢ়তার সাথে সফল হতে গেলে এক সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হবে, অন্তরে যেন খুশির দামামা বাজতে থাকে । জ্ঞান আর যোগবলই এই পরীক্ষায় সফলতা আনতে পারে ।

গীত :- নির্বলের লড়াই বলবানের সাথে •••

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বোঝে আর বাবাও বোঝান যে তোমরা আবার এসেছ পারলৌকিক বাবার কাছে, আর সবাই লৌকিক বাবা । এখানে সব আসুরি বুদ্ধি, আর সত্য যুগে দৈবী বুদ্ধি । আসুরির পরে আবার দৈবী অবশ্যই হতে হবে। আসুরি আর দৈবী, পতিত আর পবিত্রতার মধ্যে অনেক পার্থক্য । তোমরা জান, আমরা পবিত্র ছিলাম আর রাবণই পতিত বানিয়েছে । এখন আবার বাবার কাছ থেকে পবিত্র দুনিয়ার বর্সা নিচ্ছি, সত্যযুগী রাজ্য - ভাগ্য - তাও আবার ২১ জন্মের জন্য। যখন বাবা বাচ্চাদের বলেন তখন স্মরণ করে আবার ভুলে যায় । যে কথা স্মৃতিতে থাকে তা আরও সবাইকে বলার জন্য মন ছটফট করে, স্মৃতিতে না থাকলে মন আর ছটফট করে না। খুশির উচ্ছলতাও আর থাকে না । নিরুৎসাহিত মুখাবয়ব দেখা দেয়। এখন তোমরা জান যে আমরা আবার হারানো সত্য যুগী রাজ্য ভাগ্য পেতে চলেছি । ক্রিশ্চানদের কাছ থেকে নিজেদের হৃত রাজ্য তো পুনরুদ্ধার করেছে ; কিন্তু মায়া যে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল সেটা কারো জানা নেই । ক্রিশ্চানদের কাছ থেকে তো রাজ্য নিয়েছিল কৌশল করে, অনশন ধর্মঘট ইত্যাদি করে । এখানে তো ওসব নেই । তোমাদের অন্তরে আছে যে ৫ হাজার বছর আগের মতোই আবার রাজ্য - ভাগ্য ফিরে পাই, বাবার শ্রীমতে চলে । এখানে তলোয়ার ইত্যাদি কোনও কিছু চালানোর মত দেওয়া হয়না । বলা হয় বাচ্চারা মিষ্টি টেম্পারের হও, খুব মিষ্টি হও । সত্য যুগে বাঘে গরুতে একসাথে জল খায় । একে অপরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে থাকে । কোনও দুর্ভোগ নেই, এখানে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয় । কাম বিকার এও দুর্ভাগ্যজনক। কাউকে খারাপ কথা বলা বা রাগ দেখানো, তিরস্কার করা এও দুঃখ দেওয়া । বাবা বলেন কাউকে এমন দুঃখ দিওনা । নিজের মেজাজ খুব মিষ্টি করো । ভুল করেও দুঃখ দিওনা । শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয় যে অনেক রানীকে নিয়ে পালিয়েছেন, এটাও বলা হয় যে, তাদের সুখ দিতেই পলায়ন করেছেন । এখন তোমরা বুঝেছ যে, কৃষ্ণের জন্য একথা নয়। ভাগবতের সাথে গীতা, গীতার সাথে আবার মহাভারতের লড়াইয়ের যোগাযোগ আছে । এখনই হল সেই সঙ্গমযুগ, এখানে কৃষ্ণের কোনও নামই নেই, কৃষ্ণের রাজধানী হল সত্য যুগে । কৃষ্ণ কখনও কোনও পতিতকে পবিত্র বানাতে রাখি বেঁধে দেন নি। এ হোল পতিতকে পবিত্র বানাবার উত্সব। সুতরাং পতিত পাবন তো পরমাত্মা, নাকি কৃষ্ণ । কৃষ্ণের জন্ম তো সত্য যুগে হয়েছিল, ওখানে তো কংস , রাবণ , সুর্পনখা ইত্যাদি হতেই পারে না । এখন এই সময় হলো

আসুরি সম্প্রদায় । এখন এইসব কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে , আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে অনেকবার রাজযোগ শিখে ২১ জন্মের রাজ্য পদ পেয়েছি আবার মায়ার ফাঁদে পড়ে রাজ্য-ভাগ্য হারিয়েছি । যারা মাতা, বাপদাদার হৃদয়ের সমীপ বাচ্চা তারাই সিংহাসনে বিরাজমান হবে । যারা আদেশ পালনকারী নয় তারা কি পদ পাবে ! পদ পাওয়া উচিত সূর্যবংশে ; নয়তো পাই পয়সার দাস দাসী হতে হবে। বাপদাদার আজ্ঞা পালন করে না । ব্রহ্মার মতও প্রখ্যাত । শিববাবার শ্রীমতও প্রখ্যাত সুতরাং ব্রহ্মা আর শিববাবার বাচ্চাদের মতও প্রখ্যাত হওয়া উচিত । তোমাদের শিববাবা আর ব্রহ্মা দুজনের মতেই চলা উচিত তবেই তো শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । মাতা - পিতাও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কতো সুন্দর ধারণা করে সব বাচ্চাদের পড়ান । মুরলী সব বাচ্চাদের কাছে পৌঁছায় । এনার পার্টই হল পড়ানোর । কিছু বাচ্চা এমনও আছে যারা মা বাবার থেকেও ভালো পড়ায় । শিববাবার কথা তো শ্রেষ্ঠতম । কিন্তু মাম্মা বাবার থেকেও এ সময় হুঁশিয়ার বাচ্চা আছে । সম্পূর্ণ তো কেউ হয়ে ওঠেনি কিছু না কিছু কাঁটা লাগে, মায়াও তীরবিদ্ধ করে । তুফান এসে দীপ নেভানোর চেষ্টায় থাকে । যতই জ্ঞান আর যোগে থাকবে ততই এই ঘৃত তোমাদের নিভে যাওয়া জ্যোতিকে জ্বালিয়ে রাখবে । কোনও দীপকে ঘৃত কম হলে আলোও কম হয়ে যায় । আমি নিজে এর অনুভবী । মহাবীরের (রুস্তম) সাথে মায়াও প্রতিদ্বন্দ্বী লড়াই করবে ।

বাবা বুঝিয়েছেন দীপক নেভাতে অনেক রকম তুফান আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনও রকম বিকর্ম না হয় । কেউ যদি কিছু বলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবার অভ্যাস করতে হবে । ক্রোধও মানুষের সর্বনাশ ঘটায় । এটাও পরীক্ষা, ক্রোধের ভূত এসে দরজায় ধাক্কা দেবে ; দেখে ক্রোধের বশবর্তী হয়েছে কিনা। আর কেউ যদি (ক্রোধে) ভোঁ- ভোঁ শুরু করে তো দীপক নিভে যাবে । মায়া সবার পরীক্ষা নিতে থাকবে । বোঝা যায় যে এর মধ্যে তো ক্রোধ ছিল না এখন আবার তা এসেছে । বাবার কাছে অনেক ভালো - ভালো বাচ্চা ছিল, কিন্তু মায়ার তুফান সহ্য করতে না পারার জন্য নীচে নেমে গেছে। বলে ভাগ্যে নেই । আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারিনি । বাচ্চাদের তো পরীক্ষার জন্য দৃঢ়তা থাকা উচিত হনুমানের মতো । এটা হল একটা উদাহরণ - হনুমান কেউ ছিল না বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুশির দামামা বাজা উচিত । সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগে থাকলে সহজেই বাবার সাহায্য পাওয়া যায় । কোনও হাতিয়ার প্রয়োজন হয়না । বাবা সব যুক্তি দিয়ে বোঝান । বাবাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে । ক্রোধেরও মাত্রা আছে। কাম বিকার রূপী ভূত খুব খারাপ । কারও মধ্যে যেন কাম বিকার প্রবেশ না করে। যোগবলে তাকে বিনাশ করতে হবে । যোগবলে ক্রোধও বিনাশ হয় । প্রতি মূহূর্তে দরজায় কড়া নাড়ে । কোনও কমজোরি দেখলেই ঢুকে পড়ে । এই ৫ চোর (বিকার) অনেক নীচে নামিয়ে দেয় । আমরা কত সাহুকার ছিলাম, ৫ বিকার কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে । সবচেয়ে বড়ো সর্দার হলো কাম, দ্বিতীয় নম্বরে ক্রোধ । কাম হলো বিকারের রাজা, সহজে এ পিছন ছাড়ে না । অতি বড়ো শত্রু, ভীষণ যন্ত্রণা দেয় । অবলা নারীরা এর জন্য কত নির্যাতন সহ্য করে। তাদের আবেদন শোনা হয় না ; এই আবেদন শুধু বাবাই শোনেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যি যে বলবে তার কথাই শুনবেন, মিথ্যে শুনবেন না । সুতরাং এই বিকার মানুষকে একদম নোংরা বানিয়ে দেয় । ক্রোধ রূপী রোগ যেমন নিজের সর্বনাশ ঘটায় ঠিক তেমনই অন্যদেরও খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় । লড়াই শুরু হয়ে যায় আর বাবার কাছে যারা আসে তাদেরও আসা বন্ধ হয়ে যায় । তারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর জন্ম জন্মান্তরের অবিনাশী জীবনযাত্রা বন্ধ হয়ে যায় । এইভাবে

যারা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বর্সা প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায় তারা কতখানি পাপের ভাগীদার হয় । সে আর বলার নয় । তারা নিজের উপর কৃপার বদলে অভিশাপ ডেকে আনে । কেউ বিশ্বাসঘাতক হলে কতজন ক্ষতির শিকার হয় । ভবিষ্যত্ হীরে তুল্য জীবন তৈরিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর তাই বাবা বলেন – মহাপাপী, অবুঝ অবিবেচক, মহা মূর্খ দেখতে হলে এখানে দেখো । সংবাদপত্রে উল্টো পাল্টা খবর প্রকাশে মাতাদের কতরকম বিপদের মধ্যে পড়তে হয় । জেনেশুনেও যদি কেউ কিছু করে তবে ধর্মরাজের অনেক সাজা পেতে হবে । বাবা বলেন এমন কোনও বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না যাতে অবলারা অত্যাচারিত হয় । মাথায় রক্ত চড়ে গেলে তারা তলোয়ার উঠিয়ে মারতে উদ্যত হয় । তারপর তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয় । কারও কারও এমন ক্রোধের ভূত দাপিয়ে বেড়ায় যে ভবিষ্যত্ অবিনাশী জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয় । বাবা বলেন এদের জন্য কড়া শাস্তি রাখা আছে । যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার উপর পাপের বোঝা চড়ে । যে জ্ঞান মার্গের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠবে সেই বৈকুন্ঠরস আস্বাদন করতে পারবে। আর তা না হলে মায়ার বশে যদি নীচে নামতে থাকে তবে অধোগতি লাভ করবে ••• হয় বৈকুন্ঠের মালিক না হলে চাকর । এমন কাজ যে করবে সে পাপাত্মা হবে । অনেকের দুঃখের নিমিত্ত হবে । বাবার দয়া হয় । মাতাদের সম্মান দিতে হয় । বন্দে মাতরম্ গীত গাওয়া হয় । বাবা এসে জ্ঞান রূপী কলস মাতাদের অর্পণ করেন । ওদের উপর অনেক অত্যাচার হয় । হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি অনেক সহযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু কেউ সহযোগ দেওয়ার পরিবর্তে যদি উল্টো কাজ করে তবে কতখানি ক্ষতি হয়ে যায়। সুপুত্র হতে হবে, অসুরদের দেবতা বানাতে হবে।

বাবা তোমাদের জীবিত অবস্থাতেই তোমাদের নতুন চিত্র নির্মাণ করেন । শিল্পীরা চিত্র নির্মাণ করে, যে খুব ভালো চিত্র নির্মাণ করতে পারে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। এখানে বাবা বলেন আমি জ্ঞান আর যোগবলে তোমাদের এমন চিত্র নির্মাণ করছি যে, এই শরীর ত্যাগ করার পর আবার তোমরা অনিন্দ্য সুন্দর শরীর লাভ করবে। মনুষ্য থেকে দেবতা হবে । জ্ঞান যোগবলে কতো গৌরবর্ণ হবে । বাবার মতো এতো নিপুণ কারীগর আর কেউ হবে না । এটাই বাবার কর্তব্য – মনুষ্য থেকে দেবতা বানানো । এটাই হলো প্রথম সারির সার্ভিস, যাতে সারা দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যায় । সেই মিষ্টি বাবাকে কেউ জানে না, বলে সর্বব্যাপী । মনুষ্যের বুদ্ধিতে এতটুকুও জ্ঞান নেই যে এখন এটা পতিত নরকের দুনিয়া । এটা শুধু তোমরা বাচ্চাদেরই বুদ্ধিতে আছে । যতো বড়ো বড়ো কোটিপতি আছে সবার ধন- সম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে । বড়ো দুঃখী হয়ে শরীর ছাড়বে । আজকাল তো বড়ো বড়ো মানুষকেও হত্যা করা হয়, এতটাই শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে যে আর বোলো না । খুব খারাপ সময় আসছে । এখন তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছ ভবিষ্যতের জন্য, আর কেউ ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করছে না । পুরুষার্থ করতে করতেও মায়ার আকর্ষণে আবার আগের মতোই হয়ে যায় । মায়া একদম পথভ্রষ্ট করে দেয় আর তাই খুব সাবধানে চলতে হবে । যতটা সম্ভব খুশির সাথে বাবার স্মরণে থাকতে হবে । আমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সুখের বর্সা নিচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করলে খুশি অনুভব হবে । ওরা তো চোখ দিয়ে মহল দেখে আর খুশি অনুভব করে কিন্তু তোমরা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে বা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা জেনে গেছ যে আমরা বাবার কাছ থেকে সদা সুখের বর্সা লাভ করে থাকি, যদি বাবার শ্রীমতে চলি তবেই । সাবধান তো করতেই থাকেন বাবা -- বাচ্চারা শ্রীমতে চলে খুব মিষ্টি হয়ে ওঠো , নীরবে শুধু বাবাকে স্মরণ করো ।

বাচ্চারা তোমাদের মতো এতো সৌভাগ্যশালী এই সৃষ্টিতে আর কেউ নেই । তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ওখানে অনেক সুখ । তোমরা এটাও জানো যে, রাজযোগ তারাই শিখবে যারা কল্পের প্রথমে শিক্ষা লাভ করেছিল । তোমরা দেখ যে পান্ডারা সার্ভিস করে ফুল বা কুড়ি বাগবানের (বাগানের মালিক, মালি, বাবা) কাছে নিয়ে আসে। সেই সার্ভিসের জন্য পুরস্কারও প্রাপ্তি হয় । জ্ঞান অতি সহজ । এই জীবন অতি মূল্যবান বলা হয় । পাথর থেকে হীরে আর গরীব থেকে সাহুকার হয় । গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে তা গোপ -গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । কারা এই গোপ - গোপী ? যেমন বাবা বলেছেন এ হলো বড়ো লটারি । বাবা স্বর্গের রচয়িতা সুতরাং বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করা অতি সহজ । বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম বড়ো কথা ? ওখানে অন্য কোনও ধর্ম নেই । বাচ্চারা জেনে গেছে যে আধাকল্প ধরে আমরা অনেক দুঃখ দেখেছি, এখন খুব ভালো করে শুধু পুরুষার্থ করা উচিত । এই দুনিয়াতে কেউ সুখী হতে পারে না । ওখানে সবাই সুখী হবে । এমন সুখের রাজ্যে উঁচু পদ প্রাপ্তিতে অনেক মজা । বক্সিং এ চড় খেয়ে খেয়ে আর নীচে পড়ে যেও না । বিকারগ্রস্ত হলে আবার চোট লাগবে । ক্রোধও খুব খারাপ । বারংবার চোট খেলে আবার নীচে নামতে থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন কোনও কর্ম যেন না হয় যাতে কৃপালাভের বদলে অভিশাপ প্রাপ্তি হয় । কোনও ভূতের বশবর্তী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা অনুচিত ।

২) শ্রীমতে চলে খুব মিষ্টি হতে হবে, নীরব হয়ে থাকতে হবে । খুব মিষ্টি মেজাজে কথা বলতে হবে । কখনও কাম বিকার বা ক্রোধের বশবর্তী হবে না ।

বরদান :- "নতুন কিছু নয়"- এই স্মৃতি স্বরূপে সব প্রশ্নকে সমাপ্ত করে বিন্দু লাগাতে সমর্থ অচল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভব

যা কিছুই হোক না কেন, বাচ্চারা তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে কোনো কিছুই "নতুন কিছু নয়" । প্রতিটি দৃশ্যের অনেক বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে । নতুন কিছু নয় এই স্মৃতিতে থেকে, চঞ্চল না হয়ে, সদা দৃঢ়তার শক্তিতে স্থিত হতে হবে । নতুন কোনও কিছু হলে এটাই আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়িয়ে আসে যে এটা কেন , কিসের জন্য, এমনটা কি হয় ? কিন্তু যা কিছু হচ্ছে তা নতুন কিছু নয়। তাতে কি, কেন প্রশ্ন থাকা উচিত নয় । বিন্দু লাগাতে হয় । এভাবে যদি প্রতিটি দৃশ্যকে দেখে বিন্দু লাগাতে সমর্থ হও তবে হায় - হায় তেও বাহ্ বাহ্-র গীত গাইতে থাকবে ।

স্লোগান :- সুখদাতা বাবার সুখ স্বরূপ বাচ্চা হয়ে যদি থাক তবে দুঃখের ঢেউ কখনও স্পর্শ করবে না ।